কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

সোমালিয়ার মুসলিমদের উপর ক্রুসেডারদের ঘৃণ্য হামলা সম্পর্কিত বিবৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই, যিনি মুসলিমদের এমন প্রজন্ম প্রস্তুত করে দেন, যারা তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর দ্বীনের সাহায্য করে এবং তাঁর বাণী উচ্চকিত করার মহান কর্মে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়।

অগণিত রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি নিজ উম্মতের হেফাযতের জন্য অত্যাচারী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন! এমনিভাবে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত তাঁর প্রিয় পরিবার-পরিজনের উপর এবং তাঁর সাহাবীদের উপর; যারা মানব গোষ্ঠীর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর দ্বীনের মোক্ষম অস্ত্র ছিলেন। অনুরূপভাবে তারা ইসলামের সীমানা হেফাযতের জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন!

হামদ ও সালাতের পর...

সোমালিয়ার ভূমিতে ইসলামকে কোণঠাসা করার জন্য, ইসলামের বীর বাহাদুর সৈনিক এবং গর্বিত জনসাধারণকে বয়কট করার জন্য ভয়াবহ রকমের ষড়যন্ত্র চালু রয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে পাল্লা দিয়ে বরাবরের মত আল্লাহর মহান দ্বীন সোমালিয়ার ভূমিতে আরও দৃঢ় হচ্ছে। সোমালিয়ার বীর বাহাদুর ঘোড়সওয়ার ও লড়াকু সৈনিকরা - এই ভূমির অর্থ, সম্পদ এবং অধিবাসীদের ইজ্জত-সম্মান হেফাযতের দুর্গ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সম্মিলিত কুফরি জাতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই ভূমি শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে। কুফরি শক্তি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কয়েক দশক ধরে অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং মাসের পর মাস, দিনের পর দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আগ্রাসী ক্রুসেডাররা এবং তাদের মুরতাদ সহযোগী মিত্ররা আল্লাহর রহমতে এই দুই হিজরতের ভূমির এক ইঞ্চি জায়গা থেকেও ইসলামকে সরিয়ে দিতে সফল হয়নি।

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

সোমালিয়ার মুসলিমদের উপর ক্রুসেডারদের ঘৃণ্য হামলা সম্পর্কিত বিবৃতি

যুগের হুবাল আমেরিকা, সোমালিয়ার মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলমান ক্রুসেড হামলার নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইসলাম ও মুসলিমদেরকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সামরিক কূটকৌশল, প্রতারণা ও ফাঁদের স্তূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। নিজের বাহিনীকে শক্তিশালী করেছে এবং নিজেদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য হাজার হাজার স্থল সেনা নিয়োজিত করেছে। শতশত নৌবহর এবং কয়েক ডজন নিরাপত্তা সংস্থা একত্রিত করেছে। তবুও সোমালিয়া থেকে ততটুকুই নিতে পেরেছে, যতটুকু পেরেছিল আফগানিস্তান থেকে। অচিরেই তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি তথা শোচনীয় পরাজয় বরণ করবে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে কারীমে এমনটাই ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে রয়েছে? আল্লাহর সুন্নাহ পরিবর্তন করে দেবে কোন সে শক্তি? আল্লাহ কখনোই কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। মুসলিমরা ইতিপূর্বে আল্লাহর আসমানি ওয়াদার বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করেছে। তা যেন ছিল আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিফলন—

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾

অর্থ: "এ দল তো সত্ত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর।" (সূরা আল-কামার ৫৪: ৪৫-৪৬)

হে গর্বিত মুসলিম উম্মাহ!

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে - সর্বযুগেই ক্রুসেডার শত্রুদের কাতারে আমাদের বেশভূষাধারী এমন এক দল দাঁড়িয়ে যায়, যারা জোরালোভাবে নিজেদেরকে আমাদের দ্বীন ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করে। দাবীর পক্ষে মুখে ফেনা তুলে ফেলতে দেখা যায়। শপথ করে তারা বলে: 'আল্লাহর কসম আমরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত'।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ঘোষণা করছেন:

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

সোমালিয়ার মুসলিমদের উপর ক্রুসেডারদের ঘৃণ্য হামলা সম্পর্কিত বিবৃতি

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

অর্থ “আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত”। (সূরা আল-মায়েদা ৫: ৫১)

আল্লাহ জাল্লা জালালুহু অন্যত্র ইরশাদ করেন:

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

অর্থ: “তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে।” (সূরা আত-তাওবা, ৯: ৫৬)

মুমিনদের পথ থেকে সরে গিয়ে, মতাদর্শগত হীনতা ও অমানবিক আচরণের দুর্ভাগ্য যারা অর্জন করেছে, তাদের মাঝে রয়েছে - মুরতাদ সোমালিয়ান সরকার। এদের সরকার প্রধান, ইসলামী কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আন্দোলনের সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার দাবি করে। আবার ক্রুসেডার ও আগ্রাসী শত্রুকে ইসলামের ভূমিতে ডেকে নিয়ে এসেছে! ইরাক ও আফগানিস্তানে তার পূর্বসূরিরাও ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার দাবিদার ছিল।

সোমালিয়ার এই সরকার প্রধান তাওহীদের ভূমিতে ক্রুশ ও শিরককে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ইথিওপিয়ান ও কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলোর সাহায্য গ্রহণ করেছে। নিজেদের আফ্রিকান মিত্র ও পশ্চিমা প্রভুদের ভরসায় ইসলাম ও মুসলিমদের রাজধানী মোগাদিসুতে ক্রুসেডারদের ট্যাঙ্ক নিয়ে প্রবেশ করেছে। সোমালিয়ার ভূমিতে আগ্রাসন চালিয়ে দখল করতে চেয়েছে।

ইসলামের ভূমিতে আজ মুসলিমরা রক্ষণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক যে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে, তার তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যে বিষয়টা, সেটা হলো: বিশুদ্ধ তাওহীদ ও ঈমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কুফরি বহুজাতিক শক্তি একে অপরকে আহ্বান করছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষণীয়: আকাশ ছেয়ে যায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর মারণাত্মক ও

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

সোমালিয়ার মুসলিমদের উপর ক্রুসেডারদের ঘৃণ্য হামলা সম্পর্কিত বিবৃতি

ধ্বংসাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র বোঝাই বিমানে। সাথে থাকে মার্কিনীদের মিত্র, জায়নবাদীদের সমর্থক তুর্কি ও আমিরাত বাহিনীর বিমান। তারা কয়েক বছর ধরে নিরীহ ও শান্তশিষ্ট মুসলিমদের ঘরে বোমা বর্ষণ করে আসছে। জিহাদের ঠিকানা ও মুমিনদের বসবাসস্থলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে। নিকৃষ্ট সৌদি ও কাতারীদের অর্থায়নে তারা এসব কাজ করেছে।

তাদের এত পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, বিসর্জন এবং ক্রুসেডারদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করা সত্ত্বেও - আগ্রাসী বাহিনী আর তাদের মিত্র শক্তির কেউই এই দুই হিজরতের ভূমিতে কোন নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তুলতে পারেনি। তাদের স্বপ্ন তাদের কাছে ধড়া দেয় নি। ইনশা আল্লাহ, আল্লাহর সাহায্যে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উত্তরসূরি - মুসলিম সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে, আগ্রাসী শক্তি কখনোই নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না।

যাই হোক, অবশেষে তারা নিজেদের জঘন্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বাস্তবায়নে সম্প্রতি মোগাদিসু সম্মেলনে একত্রিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য হলো - সোমালিয়ার ভূমিতে জায়নবাদী ক্রুসেডারদের যৌথ হামলাকে তীব্র করার পরিকল্পনা করা। ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ক্রুসেডার জোট যে ব্যর্থতা ও অক্ষমতার শিকার হয়েছে, পরাজয়ের এই ধারাবাহিকতার প্রতিকার খুঁজে বের করা।

আমরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল জালেম রাষ্ট্রকে সতর্ক করে দিতে চাই - তাদের এই সম্মেলন আফগানিস্তানে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার মতই কেবল ব্যর্থতা ও পরাজয় বয়ে আনবে। সোমালিয়ার ভূমিতে জিহাদি অশ্বারোহীদের কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া তাদের এই বিপদ থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। নিশ্চয়ই আমাদের এই বার্তা তাদের জন্য মুক্তি ও নাজাতের দাওয়াত। বিশ্বের চোখে নিজেদের থেকে ছোটদের কাছে পরাজিত হয়ে লজ্জা সহ্য করার এবং ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেড়াবার আগে - এই দাওয়াত তাদের কবুল করে নেয়া উচিত।

বিদ্বেষ রেখেও তাদের প্রতি আমাদের উপদেশ থাকবে - তারা যেন নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসমুখে পতিত না করে। আমরা তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি - তারা যেন সোমালিয়ার

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

সোমালিয়ার মুসলিমদের উপর ক্রুসেডারদের ঘৃণ্য হামলা সম্পর্কিত বিবৃতি

বনভূমিতে প্রবেশ না করে। এই বনে অনুপ্রবেশকারী এমন কত মানুষ রয়েছে, যারা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে! পৃথিবী থেকে তাদের চিহ্ন মুছে গেছে।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোকে বলবো - সোমালিয়ার বনভূমি তাদের রক্তে সিঞ্চিত হবার আগেই, গর্বিত এই ভূমির পূর্বপুরুষদের বীরত্বের ইতিহাস, হানাদারদের তিক্ত অভিজ্ঞতা, দখলদারদেরকে প্রতিরোধে ভূমিপুত্রদের কীর্তির ইতিহাস, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাদের সহিংসতা এবং হানাদারদের বিরুদ্ধে তাদের রক্তচক্ষু-ক্রোধের ইতিহাস যেন তারা পড়ে নেয়।

যদি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী এ সকল রাষ্ট্রের রাজনীতিবিদদের সুস্থ মস্তিষ্ক ও সঠিক বিবেচনাবোধ থাকতো, তাহলে তারা এ দেশের শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে হত্যার জন্য বোমা ও বিস্ফোরক পাঠানোর পরিবর্তে, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সাহায্য ও সহায়তা সামগ্রী প্রেরণে তাদের শ্রম ও শক্তি নিয়োজিত করতো। এখন যদি সোমালিয়ান জনগণ সবদিক থেকে শুধু বর্শা ও তীরের মুখোমুখি হয়, তাহলে প্রতিরোধ যুদ্ধের রক্ত যাদের শিরায় প্রবাহিত, সেই সোমালিয়ান জনগণ দখলদার আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে পবিত্র জিহাদের পথই আঁকড়ে ধরবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বীর বাহাদুর এই জাতি হানাদারদেরকে ধ্বংসের তলানিতে পৌঁছে দিবে। তাদের ঐক্য ভেঙ্গে তাদেরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে।

মুসলিম সোমালিয়ার জনগণ, যারা তাদের গোত্রীয় ঐতিহ্য ও চমৎকার সামাজিক বন্ধন নিয়ে গর্বিত, তাদের প্রতি আহ্বান থাকবে - আপনারা আপনাদের মুজাহিদ সন্তানদের পাশে দাঁড়ান। আপনাদের সন্তানেরা পূর্ব পুরুষদের ভূমি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অঙ্গীকারের সত্যতা ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছে। নিজেদের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপনারা আপনাদের এই সন্তানদের থেকে ইসলামের ভালোবাসা, ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদাহরণ দেখেছেন। বিশৃঙ্খলাকারী সামরিক নেতা, জাতির রক্ত নিয়ে বাণিজ্যকারী এবং ক্রুসেডারদের মিত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিত্রও অবলোকন করেছেন।

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

সোমালিয়ার মুসলিমদের উপর ক্রুসেডারদের ঘৃণ্য হামলা সম্পর্কিত বিবৃতি

মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহ্বান - আপনারা সাধারণভাবে সকল আহলে ইসলামের পাশে অবস্থান গ্রহণ করুন। বিশেষভাবে মুসলিম সোমালিয়ার ভূখণ্ডে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েও, আল্লাহর পথে অটল-অবিচল তাবুক যুদ্ধের স্মৃতিবাহী এ বাহিনীর পাশে দাঁড়ান।

সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহর প্রতি এই দাওয়াতের পাশাপাশি উম্মাহর জিহাদ-সম্পৃক্ত বিশিষ্ট উলুল আজম বা দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন শ্রেণীর প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দাওয়াত রয়েছে। তারা যেন আমাদের আলোচ্য জায়নবাদী ক্রুসেডার যৌথ হামলায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত রাষ্ট্রকে টার্গেট বানাবার ক্ষেত্রে সমতা ও ভারসাম্যপূর্ণ এমন পন্থা অবলম্বন করেন, যার দ্বারা সোমালিয়ার ভূখণ্ডে আগ্রাসন ও বিশৃঙ্খলা পরিচালনাকারী সম্মিলিত এই শক্তি পুরোপুরিভাবে পরাজিত হয়ে এই ভূখণ্ড থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা - আপনার মুজাহিদ বান্দাদেরকে আরও শক্তিশালী করুন। তাদেরকে কল্যাণের এই পথে অটল-অবিচল রাখুন। আপনার প্রতি পুরোপুরি একনিষ্ঠতা ও ইখলাস তাদেরকে দান করুন। আপনার প্রতি তাওয়াক্কুলের দৌলত তাদের মাঝে বিলিয়ে দিন। সর্বোপরি আপনার পক্ষ থেকে আসমানি নুসরত ও ঐশী সাহায্য দানে তাদেরকে ধন্য করুন!!

আপনার দেয়া তাওফিকে, আপনার এই প্রিয় বান্দারা যেন মনের মাঝে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে যে, 'সবরের পরেই বিজয় আসে, আর বিপদের পরেই আসে সচ্ছলতা। কষ্টের পরেই তো স্বস্তি আসে'।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বড়, সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্য; কিন্তু অধিকাংশ কাফের বোঝে না। সর্বশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই, যিনি বিশ্বজাহানের পালনকর্তা!

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

কায়িদাতুল জিহাদ - কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

সোমালিয়ার মুসলিমদের উপর ক্রুসেডারদের ঘৃণ্য হামলা সম্পর্কিত বিবৃতি

রজব, ১৪৪৪ হিজরী
ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ইংরেজী